জনগণের পালা



সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

জনগণের পালা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক।

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৭।

প্রকাশক : গ্রাম থিয়েটার প্রকাশনা প্রকল্প
১১/১, খ পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ : রাশেদুল হুদা রাশেদ

মুদ্রণে : মিরর প্রিন্টার্স
১৭৩/১, ফকিরেরপুল
ঢাকা-১০০০

মুল্য : তিন টাকা।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমাদের দেশে আজ গণতন্ত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি এখন তাকে সংহত করার সময়। তুমুল আন্দোলনের দিনগুলিতে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার কর্মীরা যেমন জনতার সাথে রাজপথে থেকেছে তেমনি এই বিজয়কে সংহত করার আন্দোলনেও তারা জনতার সাথে থাকবে।

গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং তা বিকাশের পথে এবারের নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলেই কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং কেবল একটি গণতান্ত্রিক সরকারই পারে আমাদের আশা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে গণচেতনা সৃষ্টি এবং ভোটের অধিকার সম্পর্কে গণমানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যেই গ্রাম থিয়েটার জাতীয় পর্ষদের পঞ্চম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'জনগণের পালা' নাটকটি রচিত হয়েছে। গ্রাম থিয়েটারের প্রতিটি সংগঠন নিজ নিজ এলাকায় নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। আমরা আশা করি রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীসহ সর্বস্তরের সচেতন মানুষ আমাদের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ
সভাপতি
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

সেলিম আল দীন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

গ্রামের মধ্যে, রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকান। একটি স্থানে বিভিন্ন পোস্টার লাগানো। পোস্টারের উপর পোস্টার। চায়ের দোকানদার এবাদত চা তৈরী করে। চা চিনিতে মেশানোর সময় চামচে এবং কাপে যে শব্দ তরঙ্গ ওঠে তাতে তাল রেখে গান গায় এবং উপস্থিত খরিদ্দার-দের সাথে কথা বলে। নাপিত সুকলাল আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে।

এবাদত : ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে,
পুঁটি মাছেরে লোভেরে বগা— —

বৃদ্ধ : আবার ভোটের যে তোড়জোড় অইছেরে এবাদত ফান্দেই পড়ছি—কারে ভোট দেই—

আলেক : কই আর দিবেন চাচা যে মার্কায় এতকাল দিয়া আইছেন-সেই হ্যানেই দিবেন।

বৃদ্ধ : আরে বাপু, ভোট যে কবে দিছি ভুল্যাই গেছি যেবারই ভোট দিবার যাই যায়া দেহি কোন হালার পুতে আমার মরা বাপরে বাপ স্বীকার কইরা আমার ভোটের তেশ মাইরা গেছে—

আলেক : আরে বাপু তোমার বাপেরে যে বাপ স্বীকার কইরলো, তারে তুমি কও হালার পুত? (উপস্থিত সবাই এ রসিকতায় হেসে ওঠে)

বৃদ্ধ : আরে ঐসব জাউরা পোলারে আর কি কমু, অন্যেরে বাপ স্বীকার কইলে নিজের মায়ের পরিচয়ডা কি অয় বুইঝা দ্যাহেনা—

সুরুত : চাচা আপনের দোহাই আর মুখ খারাপ কইরেন না—

আলেক : এতকাল যে ভোট চুরি অইছে, ডাহাতি অইছে এইবার তা আর অইবো না—

বৃদ্ধ : কি যে কও, ঐ পাড়ায় এক শালিশ কইরা আইলাম, ওহ্যানে দেখলাম ভোট লইয়া পয়লা কথা কাটাকাটি তারপর মাথা

ফাটাফাটি—এই যদি ভোটের নমুনা অয় তাইলে আমি কই থাক বাবা এমনিতেই বালা আছি—

সুকলাল : ভোট লইয়া আমগো গরীব মানষের এত মাতামাতি ক্যান ? দিন আনি দিন খাই/রাত আইলে ঘুম যাই। গুয়ায় নাই ত্যানা/ভোটের ঘ্যান ঘ্যানা— —

(সমবেত সবাই তার কথায় হেসে ওঠে)

এবাদত : কিন্তুক সুকলাল—

সুকলাল : জে দাদা—

এবাদত : ভোটের আগে কিন্তুক সংগলেই আইসবো কইবো দিমু—সব দিমু যা চান দিমু এই লন অগ্রিম দশটাহা রিক্সাভাড়া মাও-বুন গো সাথে লইয়া ভোটখ্যান মাইরা আহেন তারপর দিমুনে—

সুকলাল : দাদা আপনে যেভাবে দিমুনে কইতাছেন তাতে আমার ভয় করতাছে—

এবাদত : হু হু দিমুনে—

বৃদ্ধ : অখিলদ্দি চোহিদারের চারকী চইলা গেছিল—তোর দিমুনে দিমুনে শুইনা আমার গল্পডা মনে পইড়া গেল—

সুকলাল : কন, কন—

বৃদ্ধ : থানার দারোগা এক চোর ধইরা অখিলদ্দি চোহিদারের কাছে দিয়া কইলো তুমি চোররে থানায় আনো আমি সাইকেল মাইরা আগে চইলা যাই। তো অখিলদ্দি চোররে নিয়া যাই-তাছে—পথের মইধ্যে চোর কইতাছে, চাচা প্যাটের জন্যেই জগৎ সংসারে আপনে চোহিদার আমি চোর। প্যাটে আমার বড় ক্ষুদা লাগছেলো। ক্ষিদার কারণেই আমি চুরি করবার গেছিলাম। চাচা, তা আপনে ভাইবেন না আমি আপনেরে আমারে ছাইড়া দেওয়ার অনুরোধ করবো। অখিলদ্দি কয় তোরে ছাইড়া দিলে তো আমার চারকী যাইবো। চোর কইলো আমি জানি, আপনার প্যাটের ভাত মাইরা আমি যাই-

বার চাইনা। অখিলদ্দি ভাবলো বেডা চোর অইলেও মানুষ ভালা। এক ট্যাকার গুড়মুড়ি কিইনা দিলো। গুড়মুড়ি শ্যাষ অইবার পর চোরে কয় চাচা, প্যাটের ক্ষিদা আমার মরছে– কিন্তুক বিপদ অইলো, পায়খানার বেগ বাড়তাছে। আপনের কোন চিন্তা নাই। কারণ চলতে চলতে পায়খানা করার অভ্যাস আমার আছে। আরেকটা কথা অইলো ক্ষিদা দু'একদিন আমি ঠেকায়া রাখতে পারি কিন্তুক পায়খানার বেগ ঠেকাইতে পারিনা। অখিলদ্দি ভাবে শালা জবর বিপদে পড়লাম তো। শালা যদি কাপড়চোপড় নষ্ট কইরা ফেলে—থানা অইলো চার মাইল ফাঁকে। এই এত পথ আমি গুয়ের গন্ধ হুঁকতে হুঁকতে যামু। তহন কইলো, কাপড়চোপড় আর নষ্ট কইরা কাম কি, তুই পাটের ক্ষ্যাতে যাইয়া আরামে কামডা সাইরা আয়—

সুকলাল : এইবার বুঝছি, শালা চোর হাগার নাম কইরা ফুটছে, যাওয়ার আগে কইছিলো চোহিদার চাচা আপনে এহানে খাড়ান আমি আইতাছি। চোরের বডায়ও আইতাছে/ভোট ওয়ালারও দিতাছে—

বৃদ্ধ : হ, হ, অমি সেই কতাই কইবার চাতেছি। ভোট বহুৎই দিলাম কিন্তুক আমগো যে ভাঙা কপাল, ভাঙাই থাইকলো জোড়া আর লাগলোনা—

ছুরুত : তয় কাহা, আন্দোলনের মধ্যে তো আমি ঢাকায় রিক্সা চালাতাম—এইরহম কারবার আর জীবনে দেহি নাই। হগল দলের পাবলিক গলায় গলায় মিইল্যা আন্দোলন কইরলো—

বৃদ্ধ : আরে বাবা গলায় গলায় মিল্যাই তো দ্যাশটা স্বাধীন অইলো—কিন্তুক—

সুকলাল : একসাথে থাকবার পারেনা—

ছুরুত : ঢাকাতে যা এবার দেইখা আইছি—এইটা ধইরা রাখনের চেষ্টা কইরতে অইবো। রিক্সা চালাইতে চালাইতে দুই এক জনের সাথে কথা কইয়া দেখছি—কেউ কেউ কইছে এই

দ্যাশে যদি জনতার গণতন্ত্র কায়েম অয়—তাইলে দ্যাশে নাহি শান্তি আসবো—

আলেক : আরে বেডা তুই দেহি বেশী বুঝস—দ্যাশে এহন একদলীয় সরকার দরকার—

সুকলাল : এ পর্যন্ত যারা শাসন করলো তারা তো তাগো সাংগপাংগ লইয়াছি কইরলো—

আলেক : ঐডা অইলো আলাদা ব্যাপার—

বৃদ্ধ : ভোটখান কিসে দিবার কও তুমি—

আলেক : ক্যান আমগো বোতল মার্কায় দিবেন—

১ম জন : আবার বোতল মার্কা জয়লাভ কইরলে তো ঢক্ ঢক্ কইরা খালি বোতল খাইবো—

আলেক : কথাবার্তা সাবধানে কইও—

১ম জন : কিয়ের আর সাবধান—ডড়াই নেহি—

আলেক : তোমার ভয়ে আমার কইতে অইবো যে তোমগরে পিস্তল মার্কায় ভোট দিতে অইবো। জনগণ তোমগরে চেনে—

১ম জন : তোমগরেও চেনে—

বৃদ্ধ : থামো, থামো। অত রুখারুখি করো ক্যা— ?

ছুরুত : এইবারকার আন্দোলনে এইসব ছিলনা—

বৃদ্ধ : এইসব ঝগড়া ফ্যাসাদের জন্যি আমি ভোট দিবার চাইনা- একটা সামান্য কাগজে সিল মারলি ভোট দেওয়া হয়—নাইবা করলাম—

ছুরুত : ভোটরে খালি কাগজে সিল মারা মনে কইরেন না চাচা—

এবাদত : তাছাড়া আর কি ?

ছুরুত : আমিও কইতে পারুমনা তয় যারা রাজনীতি ভালো বোঝে তাগরে কাছে বুঝতে অইবো—

আলেক : হ, বুইঝা ভোট দেও—

বৃদ্ধ : আরে বাপু রাজনীতি মানে রাজার নীতি—অত বুইঝা কি কাম—

সুকলাল ঃ হ দাদা, জোর যার মুলুক তার—আমরা আর এ সবের মধ্যে থাকবার চাইনা—

ছুরুত ঃ সেইদিন আর নাই—এইবার সব দলের ছাত্ররা কাম কইরতাছে—ভোট অইলো জনগণের রায় এইবার বুইঝা ভোট দিবেন—

(ইতিমধ্যে দুই দলের মিছিলের শ্লোগান শোনা যায়—তারা এদিকেই আসছে।)

বৃদ্ধ ঃ সইরা পড়ি, কওয়া যায়না গোলমাল বাধবার পারে—

ছুরুত ঃ আপনি যাইবেন ক্যা ? মুরুব্বীর বেটা দাঁড়ান, সবাই আসুক-আমরা বুইঝা লই—

বৃদ্ধ ঃ ওরা কি আমগরে কথা হুনবো—

এবাদত ঃ আপনে কইলে না হোনার কি আছে —

(ইতিমধ্যে দুই দল মিছিল মঞ্চে প্রবেশ করে।

একদল

"আমার মার্কা তোমার মার্কা/বোতল মার্কা বোতল মার্কা"
বোতল মার্কা যেখানে/সিল মারো সেখানে"

অপর দল

আমার মার্কা তোমার মার্কা/পিস্তল মার্কা, পিস্তল মার্কা,
হবে হবে জয়/পিস্তল মার্কার হবে জয় ' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়)

১ম মিছিল ঃ আরে এই এলাকা তো আমাগোরে —

ঃ এইহানে অন্য কোন পোস্টার য্যান না লাগে—

ঃ দেইখা রাখতে অইবো—

ঃ ঝামেলা পয়লাই একটু বাধাইতে অইবো —

২য় মিছিল ঃ এলাকাডা আপনাগো না, আমগো—

ঃ একটা ভোটও আপনারা এইহানে পাইবেন না—

ঃ যে এলাকায় ভোট নাই মিছিল লইয়া অইতেও তো লজ্জা করা উচিত—

ঃ আর পোস্টার লাগানোর জায়গা কারো বাবার না —

১ম মিছিল ঃ কি বাবা তুইলা কতা কস-দেখতে চাস,—

২য় মিছিল ঃ তা তোমরা যদি দেখাতে চাও, দেইখা লও। এই ধর শালাগরে এক শালাও যাতে যাইবার না পারে—

১ম মিছিল ঃ এই এই তোরা ঐ শালাগরে পোষ্টার আগে ছিঁইড়া ফেলা—
(তাদের ভিতর একটা হুড়োহুড়ি বেঁধে যায়)

ছুরুত ঃ বাইসব থামেন থামেন—

বৃদ্ধ ঃ হেই, হেই থামেন থামেন বাবাজীরা—

এবাদত ঃ আপনেরা যদি এইরহম গোলমাল পাকান—।

সুকলাল ঃ এইডা কি আপনাগো রাজনীতির ছিরি—?

১ম মিছিল ঃ কথা কইসনা শালা নাপিতের বাচ্চা .

বৃদ্ধ ঃ বাবারা থামেন—

২য় মিছিল ঃ থামবো কিয়ের জন্যি—

এবাদত ঃ এইযে বাই আমার দোহানের সামনে কি ভ্যাজাল লাগাইছেন

১ম মিছিল ঃ চোপ শালা—

বৃদ্ধ ঃ হেই তোমগরে ঝগড়ার কতা কইয়া কি সে অন্যায় করছে যে তারে শালা কও—

সুকলার ঃ আগেই আপনারা যা দেহাইতেছেন—তাতে আমগো আর ভোটের সেন্টারে যাইতে আইবোনা, আপনারাই পারবেন—

ছুরুত ঃ শোনেন, আপনেরা রাজনীতি করেন, আমরা সাধারণ জনগণ আপনেগরে কাছে আমরা কিছু শুনতে চাই, জানতে চাই

১ম মিছিল ঃ তোমগরে আর রাজনীতি বুইঝা লাভ কি—নেতা যেদিক যাইবো জনগণ তার পিছে পিছে যাইবো—

২য় মিছিল ঃ তাই বুলে তোমগরে নেতার পিছে আমরা যাইতে চাইনা-তার চুরি চৌটমির ইতিহাস সগলেই জানে—

১ম মিছিল ঃ আর তোমগরে লিডার—গত দুই বছরে জনগণের পাছায় বাঁশ আর হাতে হারিক্যান দিয়া দিছে—

সুকলাল : একই রহম চলন বলন কোন তফাৎ নাই/একজন কুত্তে একজন শকুন দুই খালাতো ভাই—(তার কথা শুনে চায়ের দোকানের সাধারণ খরিদ্দারেরা হেসে ওঠে। এই সময়ে একজন প্রবীণ শিক্ষক সেখানে আসে)—এইতো এহন মাষ্টার সাব আইছে—

শিক্ষক : কি হয়েছে, এত জোরে কথা কেন- ?

১ম মিছিল : স্যার, আমরা ইলেকশনের ক্যানভাস কইরতাছি -

শিক্ষক : খুব ভালো কথা—তো এত জোরে চেঁচামেচি করে কেন। দেশের মানুষ কি কানে শোনেনা। দেশের মানুষ কি এতই অবুঝ যে তাদের কোন কিছু বোঝাতে হলে নেচে কুঁদে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে হবে ?

বৃদ্ধ : শোনেন নাই মাষ্টার সাব—চোরের মার বড় গলা—

শিক্ষক : দেখ, অনেক কিছুর বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি—সবাই তোমরা জানো—এখন ঠাণ্ডা মাথায় দেশটা কেমন করে চলতে পারে সেই চিন্তা করার দিন এসেছে।

ছুরুত : স্যার আপনে একটু বুঝাইয়া কন—

শিক্ষক : কি জানতে চাও—

ছুরুত : ভোট কারে দিমু—আপনার কি মত ?

শিক্ষক : ভোট হলো তোমার, তোমার ভোট তুমি কোথায় দিবে তাতে আমি কিছু বলতে পারিনে—

১ম মিছিল : ক্যান আমাগরে দিবা—

২য় মিছিল : আমরা আবার দোষ করলাম কিয়ের—

বৃদ্ধ : এইসব টকরাবাজীর মইধ্যে আমি নাই। দিমুনা কোন ব্যাডারেই—

আলেক : তুমি না দিলেও ভোটখ্যান বাক্সে পড়বে—

বৃদ্ধ : কাগজে সিল মাইরা তুমিই ভোটখ্যান মাইরা দিও—ভোট তো আর সম্পত্তি না যে ক্ষতি অইবো—

শিক্ষক : না না আপনে এই কথাটা বলবেননা—এটা ভুল—

বৃদ্ধ : কেমনে ?

শিক্ষক : দেশ ও দশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য, জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনে রায় দেওয়ার অধিকার হলো ভোট—আপনার এলাকার একজন ভালো লোক মনোনীত করার দায়িত্ব আপনাদেরই—

বৃদ্ধ : আরে মাষ্টার সাব, যে লংকায় যায়—সেই বেডাই রাবণ অয়—

শিক্ষক : সেটা জনগণের দোষ—

ছুরুত : তার মানে কি এইডা যে ভালো মানুষ খুঁইজে বাইর করণের দায়িত্ব জনগণের- ?

শিক্ষক : হ্যা—যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো মানুষ আমরা খুঁজে বের না করতে পারবো, আমাদের দুঃখ ঘুচবেনা – কারণ আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো তো তারাই আদায় করে এনে আমাদের কাছে পেঁ ৗছে দেবে—

বৃদ্ধ : মৌলিক অধিকার না কি কইলেন সেইডা আবার কি মাষ্টার সাব ?

শিক্ষক : মৌলিক অধিকার হলো অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান- এলাকার প্রয়োজন মত এ বিষয়ে সেদেশের সরকারের সাথে সেই লোক কথা বলবে. যাকে ভোট দিয়ে আপনারা পাশ করাবেন ।

বৃদ্ধ : এত কিছু যদি ভোটের মধ্যে থাহে—তাইলে তো চিন্তা কইরা ভোট দিতে হয়—না অইলে হজম চেয়ারম্যানের মত অইবো—

সুকলাল : হজম চেয়ারম্যান কেডা ?

বৃদ্ধ : আরে আমি আমগো ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের নাম দিছি হজম চেয়ারম্যান —

ছুরুত : কন—একটু ভাইংগা কন আমরা শুনি—

বৃদ্ধ ঃ ঐযে গতবার সৌদি আরবোত্তন আইলো দুম্বার মাংশ—

এবাদত ঃ তাইলে আপনেও ভাগ পাইছিলেন—

বৃদ্ধ ঃ আরে না-দুম্বা আইছিলো একটা—হুনছিলাম গরীব মানুষের জন্যি—

এবাদত ঃ কোন গরীব মানুষটা পাইলো কন—

বৃদ্ধ ঃ বাগটা অইলো কেমনে তাই কইবার দেও—

সমবেত ঃ কন, কন—

বৃদ্ধ ঃ একটা ঠ্যাং গেল চেয়ারম্যানের বড় বৌয়ের বাপের বাড়ী। আরেকটা ঠ্যাং গেল চেয়ারম্যানের ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ী। তারপর বাকী যেটুক থাইকলো—মেম্বর গো লইয়া রাতের বেলা পিকনিক অইলো—হগ্গল মেম্বারগো সাথে লইয়া—

এবাদত ঃ ওগো মত আর গরীব মানুষ আর কেডায় আছে কন। গরীব মানষের মইধ্যে বিলি বিতরণের গম আইসলো। তার একটা দানাও গরীব মানুষ পাইলোনা। চেয়ারম্যানের পাও চাটা কিছু মানুষ আছে তাগরে নামে রিলিফের কার্ড

সুকলাল ঃ ঐযে মেম্বর হারেজ আলী কয়দিন আগেও প্যাট খাইট্যা খাতো সে আমারে কয়দিন আগে আইসা কইলো, তোরা তো এ দ্যাশে আর থাকবার পারবিনা। মোসলমানের দ্যাশে হেদুগরে জায়গা অবোনা। তোর ভিডেডা আমার কাছে বিক্রি কইরা দে—

বৃদ্ধ ঃ আরে ঐ বেটারাই তো হেঁদু মোসলমানে গোলমাল বাধাবার চায়—

এবাদত ঃ গেরামের সবাই মিলে এই মানুষগুলানরে চোখে চোখে রাখতে অইবো। হালারা মানুষনা—মানষের চামড়া পরা জানোয়ার—

শিক্ষক ঃ আমাদের দেশে যদি ভোট ঠিকমত দিয়ে ভালো মানুষকে নির্বাচন করে গণতন্ত্র আনতে পারি তাহলে আর এইসব

সমস্যা থাকবেনা। ভোট হলো আমাদের মরণ বাঁচন আর উন্নতির আমানত—ঐ আমানত ভালো মানুষের হাতে দিতে হবে—নইলে—

বৃদ্ধ : নইলে দশরথ হাজারীর মত অইবো—

হুরুত : দশরথ হাজারী আবার কেডা ?

বৃদ্ধ : আরে দশরথ হাজারী নামে এক মহাজন ছিল অনেক আগে-সে মানষের জমি ছল চাতুরী কইরা লইতে লইতে হাজার হাজার বিঘা জমি করছিলো—

সুকলাল : তাইলে দাদা তুমি অভিনয় কইরা কও—

বৃদ্ধ : আবার অভিনয় কইরা—আচ্ছা একটু চেষ্টা করি। দশরথ হাজারী ছিলো এক সুদ খোর মহাজন। গদিৎ বইসা থাকে আর ফরসী টানে আর ফরসীর ধোঁয়া যেমন পাঁক খাইয়া খাইয়া উপরে উইঠা যায়-তার কুটবুদ্ধিও তেমনি আরো জটিল হয়। সারাদিন সারারাত খালি ভাবে কেমনে-মানষের তেশ মাইরা আরো টাহা হয়, আরো জমি হয়, আরো সোনা হয়—আর গেরামের মানুগুলার দুঃখ তো সব সময় লাইগাই আছে। একবার খরা, একবার বান, গেরামের মানুষ আইসা তার কাছে কাঁইদা পড়ে, বাবু, আমগোরে কিছু দাদন দেন। জমিৎ হাল চাষ করি। না অইলে বউ পোলাপান লইয়া মরুম। হাজারী মোঁচ নাড়ে আর কয়। টাহা চাস ভালো কথা—টাহার বদলে কিছু রাইখ্যা যা। সোনারুপা থাকলে দিয়ে যা। নইলে জমিডা বন্দক রাখ। না অইলে তো টাহা ফেরৎ দেয়ার চাঁড় তোগরে থাইকবোনা—তাছাড়া যে টাহা দেবো তার ছাউপাউ কত দিবি তার একটা নেহাপড়া সাইরা দে—অভাবের তাড়নায় তহন চাষার দম চলেনা। কি আর কইরবো—দলিল লেইখা দিয়া-টাকা নিলো-ঐযে জমি হাজারীর নামে গেল তো গেলই আর ফিরলোনা—

সুকলাল : কুঁতে মরলো হাঁস আর ডিম খাইলো হাজারী বাবু—

সমবেত : (একথায় হেসে ওঠে)

শিক্ষক : থামেন-দুঃখের কথা শুনেও আপনারা হাসেন—কিসের জন্য হাসছেন ?

১ম লোক : গেরস্তের বেডা বড় বোদাই ছিলো-শেয়ালের কাছে দিছিলো মুরগী বর্গা—

শিক্ষক : সে যদি সেই আমলে শেয়ালের কাছে মুরগী বর্গা দিয়ে থাকে, তাহলে আপনারা এতদিন কি করছেন ? দেশের নাগরিক হিসাবে অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানে, শিক্ষার যে পাওনা আপনাদের আছে তা রক্ষার দায়িত্ব কার হাতে দিয়েছিলেন ? কাকে ভো'ট দিয়ে ঐ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যারা—যারা আপনার মুখের খাবার বিক্রি করে দিয়েছে—যারা আপনার ওষুধ বিক্রি করে দিয়েছে। আপনারা কি ঐ বোকা গেরস্তের চেয়ে বেশী বোকা না ?

(লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। "হ, শালার চেয়ারম্যান, রিলিফের গম বেইচা দিছিলো" "বন্যার সমে ধানের বীজ দিছিলো-চেয়ারম্যানের লোক হাটে বইসা বিক্রি করছে" "যা ওষুধ আইছিলো গাড়ী বোঝাই কইরা টাউনে নিয়া বিক্রি করছে" "কয়দিন আগেও শালার দিন চলতোনা-জমি বানাইছে শও বিথে")

বৃদ্ধ : ভোটের মধ্যে যদি এতকিছু থাকে-তাইলে ভোট তো আর চুরি অইতে দেওয়া যায়না—

শিক্ষক : হ্যাঁ, ভোট চুরি হতে দিবেন না-আপনার ভোট আপনাকে রক্ষা করতে হবে—

১ম লোক : তাইতো বুইঝা পাইনা। ভোট চুরি কইরা কি লাভ ? এইবার দেহুম মাষ্টার সাব, কোন শালায় আমার ভোট চুরি কইরবার আহে—

২য় লোক : ভোট চোর ধইরবার পারলে কিন্তুক অখিলদ্দি চোহিদারের মত ছাইড়া দিমুনা —তো মাষ্টার সাব এইবার কন ভোট কারে দিমু—?

শিক্ষক : আসল মানুষকে ভোট দিবেন—

ছুরুত : আসল মানুষটা কেডা—স্যার একটু যদি বুঝাইয়া কন—

আলেক : মার্কা দেইখা ভোট দিবেন—

শিক্ষক : খালি মার্কা না—মার্কার সাথে কোন মানুষটা আছে-তারে বিচার কইরবেন—মার্কা দেইখা তো আর মানুষ বিচার হয়না—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হতে পারে—আবার বান্দরমুখীর নাম হতে পারে চন্দ্রমুখী—

সমবেত : তাই, তাই—

১ম মিছিল : স্যার এত আলোচনা সমালোচনা কি ভালো ?

২য় মিছিল : মানুষের শত্রু হওয়ার কি দরকার স্যার—

শিক্ষক : মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব-বুদ্ধিমান জীবেরা বুঝে শুনে কাজ করে—

ছুরুত : স্যার এইবার যে ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক, গায়কবাদক, চাকরী-জীবী-রাজনীতির নেতারা গণতন্ত্র গণতন্ত্র কইলো-তার মানেডা কি—

১ম মিছিল : আমরাওতো গণতন্ত্রই চাই—

২য় মিছিল : গণতন্ত্রের জইন্য দিনরাত খাইটা মরতাছি—

বৃদ্ধ : গণতন্ত্র অইলো দলে দলে ফাইটিং করা—

১ম মিছিল : না, না চাচা যা বোঝেননা-তা কইবেননা—

বৃদ্ধ : জানিনা সত্য, কিন্তুক তোগরে দেইখা তাই মনে হয়—

শিক্ষক : তোমরা যদি শুনতে চাও-তাহলে আমি বলি—

সমবেত : হ, হ, আপনে কন-আমরা বিষয়ডা বুইঝা লই—

শিক্ষক : গণতন্ত্র হলো-জনগণের সার্বিক মংগলের জন্য জনগণের তৈরী নিয়ম আইন। আমরা যাদের ভোট দিয়ে পাশ করাবো-তারা মিলেমিশে আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে যখন দেশ শাসন করবে, তখন তাদের বলা হবে গণতন্ত্রের সরকার—

বৃদ্ধ : তাইলে মাষ্টার সাব ভোট লইয়া ফাটাফাটি কাটাকাটি এইডা কোন তন্ত্রে পড়ে ?

শিক্ষক : এটা হলো লুটপাট আর রাহাজানীতন্ত্র—

হুরুত : আমরা সাধারণ মানুষ আর এই সব চাইনা—

শিক্ষক : খালি তুমি চাইলেতো আর হবেনা-সবাই কি তাই চায়— ?

সমবেত : হ, হ, আমরা সবাই তাই চাই—

শিক্ষক : গণতন্ত্রের আচারাবিধি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে-গণতন্ত্রের আচার ব্যবহার সাধারণ জনগণের মধ্যে থেকেই শুরু করতে হবে-প্রথম কথা পরমত সহিষ্ণুতা-অপরের কথাকে ঘৃণা করবেননা-কেউই ভাববেননা যে আপনি যা বলছেন সেটাই ঠিক-তার মধ্যেও ভুল থাকতে পারে—

বৃদ্ধ : তার মানে ভোটের কথা নিয়া কথা কাটাকাটি করার দরকার নাই—

শিক্ষক : দুই নাম্বার হলো অপরের স্বার্থ রক্ষা করে নিজের স্বার্থ দেখা—

বৃদ্ধ : তার মানে যা দাঁড়াইলো তাতে তো আর অন্যের পোষ্টার ছিঁইরা নিজের পোষ্টার লাগানো ঠিকনা—

হুরুত : কাউরে ঢিল মারলে তো পাটকেলডা খাইতেই অইবো—

শিক্ষক : এরকম কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করলে মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়। আমি জানি এই জায়গাতেই আমার বহু ছাত্র আছে-একই সাথে পড়াশোনা করেছে, একই সাথে খেলাধুলা করেছে, একই সাথে বড় হয়েছে, কিন্তু আজকে এই রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির জন্য তাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে-বন্ধু পরিণত হয়েছে শত্রুতে —তোমরা বুকে হাত দিয়ে বল আমি সত্য বলছি কিনা ?

১ম মিছিল : স্যার আপনে সত্য কতা বলছেন—

২য় মিছিল : স্যার আমরা ভুল করছি—

শিক্ষক : আজ এতগুলো মানুষের মধ্যে তোমরা যে এই কথা স্বীকার করলে তাতে আমি খুশী রাজনীতি কর, রাজনীতি ছাড়া একটা দেশ চলতে পারেনা, রাজনীতি কর, কিন্তু শিখে, এই দেশে আমরাই বসবাস করবো-স্বাধীনতার বিশ বছর কেটে গেছে-অনেক কষ্টের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে-আবার যখন একটা সুযোগ আমরা পেয়েছি-এসো আমরা সবাই মিলে আবার চেষ্টা করি সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। একাত্তরে যেমন সবাই একত্রিত হয়েছিলাম-নব্বই যেমন একত্রিত হয়েছি-এটাকে সবাই মিলে আমরা ধরে রাখি—মনে রেখ, স্বাধীনতা মরা গরু

১ম মিছিল : নয়। আর আমরাও শেয়াল শকুন নই—যে এটাকে নিয়ে কাড়া ছেঁড়া করতে হবে—

১ম মিছিল : দেশ যহন স্বাধীন হয় তহন আমরা ছোট ছিলাম-আপনে আমগোরে একটা গান শিখাইছিলেন—

২য় মিছিল : হ, হ শিখছিলাম। আমরা গাইবার চাই—একত্রে আবার গাইবার চাই—

শিক্ষক : তাহলে চল আমরা মানুষের কাছে এই কথাগুলো বলি—গান গাই-পোস্টার লাগাই-এদেশের সাধারণ জনগণ সিদ্ধান্ত নিক কাকে ভোট দিলে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে-এসো আমি তোমাদের সাথে গাইবো—

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি—